

নীলা নামে মেয়েটির সত্যি কাহিনী

এবং একটি আবেদন

স্বাতী আহমেদ

E-mail : smafamily@msn.com

নীলা নামে মেয়েটির বাবা মার ডিভোর্স হয়ে যায় মেয়েটি যখন দু বছরের। কিছুদিন মায়ের কাছে ছিল সে কিন্তু তিন বছর হবার আগেই মা তাকে দিয়ে দিল বাবার কাছে। কেন কি কারণ সে তা জানে না। সে প্রসংগ থাক। নীলার বাবার অটেল টাকা। তিনি তাকে মানুষ করতে লাগলেন আর্থিক দিক দিয়ে সমস্ত পুরন করে। হ্যা এর মাঝে এল সৎ মা এবং এক সৎ ভাইও হল তার। বাবা চলে গেলেন সুদূর প্রবাসে। সেখান থেকে তিনি যথারীতি টাকা পাঠাতেন যেন ওদের কোন কিছুর অভাব না থাকে। একসময় নীলাও বাবার কাছে চলে গেল। সেখানে পড়াশুনা করতে লাগল। কিন্তু যখন সৎ মা এলেন ছোট ভাইটিকে সাথে করে প্রবাসে ওদের মাঝে, কেমন করে যেন ওর শাস্তিময় জীবনটি একটু একটু করে বদলে যেতে লাগল। বাবাও কেমন বদলে গেলেন। বাবা কি সত্যিই অনেক বদলেছিলেন, সৎ মা কি এখানে কোন ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছিলেন, নাকি নীলার টিন এজ হরমনের কারণে বুক ভরা এক অজানা অভিমান ছিল, জানা কঠিন। কিন্তু একদিন যখন ওর বাবা ওকে অকারনে পেটালেন সৎ মায়ের নালিশ শুনে, নীলার অভিমান ছাপিয়ে গেল সমস্ত বাস্তব বোধ। ও সোজা বাংলাদেশে চলে গেল।

সেখানে কোথায় যাবে নীলা? কিছুদিন একসাথে পড়া এক বাঙ্গালী বন্ধুকে ও জিজ্ঞেস করল ওদের বাসায় ওর জায়গা হবে কিনা। সে প্রথমে বলল হ্যা, তারপর ওকে বলল বিয়ে না করে তো বাংলাদেশে একটি ছেলের বাসায় থাকা যায়না। নিরুপায় অভিমানী মেয়ে বিয়েতে রাজী হল। এক বছরের মাথায় নীলার একটি স্বস্তান হল। কিন্তু এই এক বছর নীলার জীবন সবচেয়ে বিভিন্নকাময় কেটেছে। শ্বশুর বাড়ির সবার মৌখিক অত্যাচার এবং ঘরের সমস্ত কাজ করেও ও চুপ করে থাকত কিন্তু যাকে বিয়ে করেছিল সেও যে একেবারেই সুবিধের মানুষ নয় সেটা টের পেতেই ওর সমস্ত পৃথিবী থমকে গেল। নীলা ফোন করল ওর বাবাকে। বাবা তো খুবই রেগে ছিলেন, থাকলেনও। কিছু মানুষ আছে যাদের ইগো খুব প্রবল এবং তারা র্যাশনাল নন। ওর বাবা সেই গোত্রের মানুষ। তিনি জানলেন সমস্ত বিষয়, কিন্তু বললেন, যে নীলাযেহেতু বাবাকে কষ্ট দিয়ে চলে গিয়ে অন্যায় করেছে অতএব সেই অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে এই দুর্জনের ঘরই তাকে করতে হবে। তিনি কোন নালিশ শুনবেন না, শুধু পড়ার জন্য যা খরচ তা পাঠাবেন। এই ঘর থেকে চলে গেলে তিনি তাকে টাকা পাঠাবেন না। ব্যাস, প্রতিমাসে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা পাঠাতে লাগলেন। টাকা পেয়েছে কিনা, আর লাগবে কিনা এ ছাড়া আর কোন কথাই তিনি মেয়ের সাথে বলতেন না।

নীলার বর এবং শ্বশুর বাড়ির মানুষ কিন্তু খুব মজা পেল। মুফতে এত টাকা! তারা নানা অজুহাতে নীলাকে টাকার জন্য ইনডিপেন্ডেন্ট চাপ দিতেন। বরটি প্রথম প্রথম চেয়ে টাকা নিত, পরে সে নিজেই নিয়ে নিত না বলেই। কিন্তু তাতেও শেষ নেই। নীলার বর অকথ্য ভাষায় গালাগাল করত তাকে। তারপর গায়ে হাত তুলতে দ্বিধা ছিল না তার। নীলার কোন কুল ছিল না। কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। নীলার বয়স মাত্র ১৯ বছর। এই ১৯ বছরের মেয়েটি অপরূপ রূপবতী। অসাধারণ ভাল ছাত্রী। কিন্তু তার সৌন্দর্য বা গুন কোন কাজেই এল না। দিন দিন নীলা ভেতরে ভেতরে মরে যেতে লাগল। একা এই নরক থেকে বের হবার ক্ষমতা নীলার নেই কারণ স্বামীটি তাকে প্রেট দিয়ে রেখেছে যে খুন করে ফেলবে যদি ও চলে যাবার চেষ্টা করে। আর যাবেই বা কোথায়? তারপরও নীলা কোন এক কারণে মনের ভেতর এক অদ্ভুত আশা পোষন করে, কেউ একজন আসবে, যে মানুষ, যে কোন স্বার্থ ছাড়াই মানবতার খাতিরে তাকে উদ্ধার করবে এই অমানুষিক যন্ত্রনা থেকে।

আমি যে কোন সূত্রেই হোক এই ঘটনাটি জেনেছি। যেহেতু মুক্তমনার পাঠক পাঠিকারা মুক্ত মনের তাই তাদের কাছে আমার আবেদন যেন তারা কেউ এগিয়ে আসেন। যার মানসিক, সামাজিক, এবং আর্থিক ক্ষমতা আছে তেমন একজন বা কোন সংগঠন এগিয়ে আসুন এই মেয়েটিকে উদ্ধার করতে। এতগুলো ক্ষমতার কথা বললাম কারণ বাংলাদেশের সমাজে একটি মেয়েকে দুর্জন স্বামীর ঘর থেকে উদ্ধার করতে এর তিনটিই একসাথে প্রয়োজন।